ইরান যুদ্ধ নিয়ে অনুশোচনা নেই, নির্বাচনের পরই শেষ হবে যুদ্ধ: ট্রাম্প

ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুদ্ধের প্রভাব পড়লেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আবার এলে তিনি একই পথ বেছে নেবেন।

ফক্স নিউজের সঞ্চালক লরা ইনগ্রাহামের সঙ্গে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) ‘দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল’ অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয়।

ইরান যুদ্ধের কারণে নির্বাচনে প্রভাব পড়তে পারে—এমন পরিস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্তটি নিয়ে অনুতপ্ত কি না জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, তিনি ‘অনুশোচনা’ শব্দটিতে বিশ্বাস করেন না। একই পরিস্থিতি আবার এলেও আগের মতোই পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান তিনি।

যুদ্ধের কারণে নিজের সমর্থকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে বলেও মানতে চাননি ট্রাম্প। তার ভাষ্য, সমর্থকেরা হতাশ নন; বরং ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে ঠেকানোর কারণে তারা গর্বিত।

ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাত মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরপরই শেষ হবে বলেও দাবি করেন ট্রাম্প। বুধবারও তিনি একই কথা বলেছিলেন। একইসঙ্গে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনে তেহরান প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানবিরোধী সামরিক অভিযানের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও গ্যাসের দাম বেড়েছে। নির্বাচনের আগে এই মূল্যবৃদ্ধি রিপাবলিকানদের জন্য বড় চাপ তৈরি করতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালায়। এর জবাবে ইরান ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের কয়েকটি দেশে পাল্টা হামলা চালায়। এসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা এবং লেবাননে ইসরায়েলি অভিযানে হাজারো মানুষ নিহত ও লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ট্রাম্পের দাবি, ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা দুর্বল করাও এই যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য। তবে ইরান বরাবরই বলে আসছে, তাদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ এবং দেশটির কাছে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই।